শুধু মুখে “লা ইলাহা ইলালাহ” বললেই কি মুছলমান হওয়া যাবে ? “লা ইলাহা ইলালাহ” এই কালিমাহ্‌র শর্ত কয়টি ও কি কি ?

ال اله إلا الله এই কালিমাহ্‌টি শুধু মুখে বললেই মুছলমান হওয়া যায় না কিংবা শির্‌কমুক্ত হওয়া যায় না। মোনাফিক্বরা এই কালিমাহ্‌ মুখে স্বীকার করত, কিন্ত এতদসত্বেও তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নামের সর্বনিকৃষ্ট স্তরে। কেননা তারা এ কালিমাহ্‌কে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেনি এবং এর দাবি ও চাহিদানুযায়ী ‘আমল করেনি।
ইয়াহুদীরাও এ কালিমাহ্‌কে মুখে স্বীকার করত, কিন্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস এবং এ কালিমাহ্‌র দাবি ও চাহিদানুযায়ী ‘আমল না করার কারণে তারা জঘন্যতম কাফির বলে পরিগনিত।
এই উম্মতের মধ্যেও যারা বিভিন্নভাবে অলী-আউলিয়া, জিন, ক্ববর, গাছ-পালা ইত্যাদি; গায়রুল্লাহ্‌র উপাসনা করছে, তাদের অবস্থাও মোনাফিক্ব ও ইয়াহুদীদের মতই। কেননা যদিও তারা মুখে “লা ইলাহা ইলাল্লাহ” স্বীকার করছে তবে কথায়, কাজে ও অন্তরে তারা এ কালিমাহ্‌র সুস্পষ্ট বিরোধিতা করছে।
তাই মুছলমান হতে হলে মুখ দিয়ে স্বীকার করার সাথে সাথে এই কালিমাহ্‌র সাতটি শর্ত (কোন কোন ‘উলামায়ে কেরাম বলেছেন আটটি শর্ত) একত্রে; একই সাথে পূরণ করতে হবে। তা হলেই কেবল প্রকৃত অর্থে মুছলমান হওয়া যাবে।
শর্তগুলো হলো যথা:-
(১) জ্ঞান, যাতে থাকবে না অজ্ঞতার লেশমাত্র। অর্থাৎ, সুস্পষ্টভাবে জানতে হবে এই কালিমাহ্‌র প্রকৃত অর্থ, তাৎপর্য, এবং এর দাবি ও চাহিদা। কেননা আলাহ্‌ ﷻ ইরশাদ করেছেনঃ-

فاعلم أنه لا إله إلا الله

অর্থাৎ:-আর জেনে রেখো, আলাহ্‌ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা‘বুদ নেই। (ছুরা মোহাম্মাদ- ১৯)
এ সম্পর্কে রাছূল ﷺ বলেছেনঃ-

من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة (رواه مسلم)

অর্থাৎ:- যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, (জীবিত অবস্থায়) সে ভালো করে জানত, “আলাহ্‌ ছাড়া আর কোন সত্যিকার মা‘বুদ নেই” সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহীহ মুছলিম)
(২) সুদৃঢ় বিশ্বাস, যাতে থাকবে না সন্দেহের গন্ধমাত্র। অর্থাৎ, কোনরূপ সন্দেহ ব্যতীত অন্তরে দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে, একমাত্র আলাহ ﷻ ব্যতীত আর কোন সত্য ও সত্যিকার মা‘বূদ নেই।
কেননা আলাহ্‌ ﷻ ইরশাদ করেছেন ঃ-

إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا

অর্থাৎ:- সত্যিকারের মুমিন হচেছ তারাই, যারা আলাহ্‌ ও তাঁর রাছূলের উপর ঈমান এনেছে এবং ঈমান আনার পর তাতে কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ করে না। (ছুরা হুজুরাত-১৫)
এ সম্পর্কে রাছূল ﷺ বলেছেনঃ-

أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لايلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة (رواه مسلم)

অর্থাৎ:- “আমি এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলাহ্‌ ছাড়া সত্যিকারের কোনো মা‘বুদ নেই এবং আমিই তাঁর রাছূল” যে ব্যক্তি এ দু’টি শাহাদাহ্‌র (ঘোষণা ও সাক্ষ্যের) ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ না করে আলাহ্‌র নিকট উপস্থিত হবে (মৃত্যুবরণ করবে) সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে (সহীহ মুছলিম)
(৩) ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা, যাতে থাকবে না শির্‌কের লেশমাত্র। অর্থাৎ কথা, কাজ ও অন্তরকে আলাহর জন্য বিশুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ করে শুধুমাত্র রাছূলের ﷺ ছুন্নাহ্‌ অনুযায়ী যাবতীয় ‘ইবাদত একমাত্র আলাহ্‌র ﷻ উদ্দেশ্যে খাঁটিভাবে করা; গায়রুলাহ্‌কে তাতে সামান্যতম অংশীদার না করা।
কেননা আলাহ্‌ ﷻ ইরশাদ করেছেনঃ-

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء

অর্থাৎ:- আর তাদেরকে শুধু এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, তারা আলাহ্‌র ‘ইবাদত করবে দ্বীনকে (‘ইবাদতকে) তাঁর জন্য খাঁটি ও বিশুদ্ধ করে। (ছুরা আল বায়্যিনাহ্‌- ৫)
এ সম্পর্কে রাছূল ﷺ ইরশাদ করেছেন:-

أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه (رواه البخاري)

অর্থাৎ:- ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা‘আত পাওয়ার ব্যাপারে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে, যে অন্তরের অন্তস্থল থেকে পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে “লা ইলাহা ইলালাহ্‌” বলেছে। (সহীহ বুখারী)
রাছূল ﷺ আরও বলেছেনঃ-

إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل (رواه مسلم)

অর্থাৎ:- নিশ্চয়ই আলাহ্ ﷻ ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন, যে একমাত্র আলাহ্র সন্তুষ্টি লভের উদ্দেশ্যে “লা ইলাহা ইলালাহ” বলে। (সহীহ মুছলিম)

(৪) বিশুদ্ধ সত্যবাদীতা, যাতে থাকবে না নেফাক্ব (মোনাফিক্বি) বা কপটতার গন্ধমাত্র। অর্থাৎ, পূর্ণ সততা ও সত্যবাদীতার সাথে খাঁটি মনে সর্বান্তঃকরণে এই কালিমাহ্কে স্বীকার করা, যাতে কথার সাথে অন্তরের এবং অন্তরের সাথে কথার পূর্ণ মিল থাকে। তাই কেউ যদি শুধু মূখে “লা ইলাহা ইলালাহ” বলে এবং তার অন্তরে যদি এই কালিমাহ্র অর্থের প্রতি বিশ্বাস না থাকে, তাহলে সে মুছলমান হতে পারবে না, বরং সে হবে মুনাফিক্ব। আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেনঃ-

الم- أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.

অর্থাৎ:-আলিফ- লাম- মীম। মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি (ছাড়) পেয়ে যাবে যে, ‘‘আমরা বিশ্বাস করি’’ এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আলাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে। (ছুরা আল ‘আনকাবূত ১-৩)

এ সম্পর্কে রাছুল ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ-

ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار (متفق عليه)

অর্থাৎ:-যে কেউ তার অন্তর থেকে সত্য জেনে সাক্ষ্য দেয় যে, আলাহ্ ছাড়া আর কোন সত্য মা‘বুদ নেই এবং মোহম্মাদ ﷺ আলাহ্র বান্দাহ ও রাছূল, তবে আলাহ্ ﷻ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুছলিম)

(৫) আলাহ্র প্রতি অগাধ ভালোবাসা, যাতে থাকবে না আলাহ্র প্রতি কিংবা আলাহ্র দ্বীনের কোন বিষয়ের প্রতি সামান্যতম ঘৃণা বা বিদ্বেষ। সুতরাং কেউ যদি মূখে “লা ইলাহা ইলালাহ” স্বীকার করে, আর তার অন্তরে যদি আলাহ্র কিংবা আলাহ্র দ্বীনের প্রতি সামান্যতম ঘৃণা থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি কাফির বলে পরিগণিত হবে।

কেননা আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেনঃ-

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

অর্থাৎ:-বলুন! যদি তোমরা আলাহকে ভালোবাস তাহলে আমার অনুসরণ করো, এতে আলাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।
(ছুরা আলে ‘ইমরান-৩১)

আলাহ্ ﷻ আরো ইরশাদ করেছেনঃ-

ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله

অর্থাৎ:– এবং মানুষের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে, যারা অন্যান্যকে আলাহ্র সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আলাহ্র প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা ঈমানদার, তারা আলাহ্র প্রতি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা পোষণকারী। (ছুরা আল বাক্বারাহ্, ১৬৫)

এমনিভাবে মানুষের প্রতি এ কালিমাহ্র অন্যতম দাবি হলো এই যে, যে সকল মু‘মিন “লা ইলাহা ইলাল্লাহ”র এসব শর্ত পালন করে, তারা শুধু তাদেরকেই আলাহ্র রাহে ভালোবাসবে এবং যারা তা অমান্য বা লজ্ঞন করে তাদেরকে ঘৃণা করবে।

এ সম্পর্কে রাছুল ﷺ বলেছেনঃ-

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن
يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار (متفق عليه)

অর্থাৎ:–তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে সে ব্যক্তি তদ্বারা ঈমানের স্বাদ পাবে। (এক) আলাহ্ ও আলাহ্র রাছুল ﷺ তার নিকট সমস্ত কিছু হতে সর্বাধিক ভালবাসার পাত্র হবেন। (দুই) শুধুমাত্র আলাহ্র সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তে কাউকে ভালোবাসবে।
(তিন) কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে তেমনি ঘৃণা করবে, যেমনি আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে ঘৃণা করে। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুছলিম)।

(৬) এই কালিমাহকে নির্দ্বিধায় প্রফুল মনে গ্রহণ করা, যাতে অস্বীকার বা বর্জন করার কোন অবকাশ থাকবে না। অর্থাৎ, এই কালিমাহ্র প্রকৃত অর্থকে সন্তুষ্টচিত্তে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ ও পালন করা এবং খুশি মনে এর (এই কালিমাহ্র) দাবি ও চাহিদা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা। অন্যথায় প্রকৃত অর্থে মুছলমান হওয়া যাবে না।

তাই তো মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করে আলাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون.

অর্থাৎ:-তাদেরকে যখন লা ইলাহা ইলাল্লাহ’র কথা বলা হয় তারা তখন উদ্বত্য প্রদর্শন করে এবং বলে যে, আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যগুলোকে ছেড়ে দিব? (ছুরা আস্‌সা-ফ্‌ফা-ত, ৩৫-৩৬)

(৭) لا إله إلا الله এর দাবি ও চাহিদার প্রতি পূর্ণ বিনয় ও আনুগত্য প্রদর্শন, যাতে থাকবে না কোনরূপ অহঙ্কার বা নাফরমানির লেশমাত্র। তাই কেউ যদি মূখে “লা ইলাহা ইলালাহ” বলে, কিন্তু সকলপ্রকার তাগুতকে অস্বীকার ও বর্জন করতী এক আলাহ্র ‘ইবাদত না করে এবং আলাহ ﷻ প্রদত্ত

শরী'য়তের তথা আলাহ ও তাঁর রাছূলের ﷺ আদেশ-নিষেধের প্রতি পূর্ণ বিনয়ী ও আনুগত্যশীল না হয় বরং তাতে ইবলীছের ন্যায় দম্ভ, অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে, তাহলে সে মুছলিম বলে গণ্য হবে না ।
এ কারণেই আলাহ্ ﷻ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ-

وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له

অর্থাৎ:- আর তোমরা তোমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করো এবং তাঁর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করো । (ছুরা আয্যুমার -৫৪)
আলাহ্ ﷻ আরো ইরশাদ করেছেনঃ-

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

অর্থাৎ:- হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আলাহ্র উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও বটে, তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে, তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না । (ছূরা আল বাক্বারাহ্- ১১২)
(৮) তাগুত সমূহকে অস্বীকার ও বর্জন করা ঃ অর্থাৎ, আলাহ ব্যতীত অন্য সকল উপাস্যকে অস্বীকার ও বর্জন করা ।
কেননা আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেনঃ-

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها

অর্থাৎ:- আর যে ব্যক্তি তাগুতদের অস্বীকার করবে এবং আলাহ্র প্রতি ঈমান আনবে, তাহলে নিশ্চয়ই সে এমন এক মজবুত বন্ধনকে আকঁড়ে ধরল যা ছুটবার নয় । (ছুরা আল বাক্বারাহ্- ২৫৬)
এ সম্পর্কে রাছূল ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ-

من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه (رواه مسلم)

অর্থাৎ:- যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইলালাহ্" বলে এবং আলাহ ব্যতীত সকল উপাস্যকে অস্বীকার করে, তার জান ও মাল নিষিদ্ধ । (অর্থাৎ, হাদ্দ বা ক্বিসাস ব্যতীত অন্য কোন কারণে তাকে কাফির বলে হত্যা করা যাবে না এবং তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা যাবে না ।) {সহীহ মুছলিম}
উলেখ্য যে, যেহেতু এই ৮নং শর্তটি মূলত উলেখিত ৭নং শর্তের ("লা ইলাহা ইলালাহ্" এর দাবি ও চাহিদার) অন্তর্ভুক্ত, তাই অনেক 'উলামায়ে কেরাম ৭টি শর্তের কথা বলেছেন ।